ও তার স্বাক্ষী গোলোক চাঁদ হীরামন, তারা পার হ'ল বেদ বিধি।।
৪। গুরুচাঁদের এই ভারতী জ্বেলে অনুরাগের বাতি, ভজ হরিপতি।
প্রাপ্ত হবে মধুর রতি; ও তার সুখের নাই অবধি।।
৫। অশ্বিনী তাই করে হেলা খেলতে গিয়ে ভবের খেলা
ঘটছে বিষম জ্বালা।
অর্থ লোভে সাধুর পোলা, হ'ল হরি প্রেম বিরোধী।।

৭১ নং তাল-গড়খেমটা

*গুরু তত্ত্ব কয়ে ভারি গোঁসাই সেজেছ।
গুরু কি ধন চিনলিনা মন, সে রসে তুমি নি তাই মজেছ।।
১। লোক সমাজে হরিকথা কও,
বাবা ঠাকুর হয়ে রে মন, পায়স অন্ন খাও,
তার নি উমান পাও সাধু নাম কোলাও।
হরিনামটি দিয়ে জগৎ মাতাও,
মনা ভাই তুমি নি তাই মেতেছ।।
২. দোষ লুকায়ে গুণের কথা কও,
হয়ে করণ বিহীন আপনি প্রবীণ জগতে জানাও,
ভাটে নৌকা বাও প্রতিষ্ঠা বাড়াও।
হারে চোরের নৌকায় সাধুর নিশান, আমার মন টেনে
কেন দিয়াছ।।
৩। লোক ভুলাতে হরি কথা কও,
অন্তরেতে দুষ্ট, মুখে মিষ্ট কথা কও।
কাজের কাজি নও, কপট সাধু হও,
*গুরু তত্ত্ব পরমার্থ না জেনে গুরুর ভুষণ পরেছ।।
৪। আর ভাব দেখায়ে ভাবের কথা কও,
সিংহের মত ভঙ্গি দিয়ে অনুরাগ দেখাও।

---

* গুরু - ভগবান শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর।